জাবিতে পুরোপুরি বন্ধ হচ্ছে না গণরুম

নোমান বিন হারুন, জাবি
১৭ অক্টোবর ২০২৪, ১২:০০ এএম

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ২০২৩-২৪ শিক্ষাবর্ষের প্রথম বর্ষের ক্লাস শুরু হবে আগামী ২০ অক্টোবর। এদিকে বিশ^বিদ্যালয় প্রশাসনের আশ^াস সত্ত্বেও সবগুলো হল থেকে গণরুম ব্যবস্থা বিদায় করা সম্ভব হয়নি। এমনকি শিক্ষার্থীদের জন্য সবগুলো আবাসিক হলে ডাইনিং-ক্যান্টিন চালু করতে পারেনি কর্তৃপক্ষ।

জানা যায়, সম্পূর্ণ আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে পরিচিত জাবিতে হলের সংখ্যা ২১টি। ৪৭ ব্যাচ (২০১৭-১৮ শিক্ষাবর্ষ) পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের বৈধ শিক্ষার্থীর সংখ্যা প্রায় সাড়ে ১২ হাজার। নবনির্মিত বীরপ্রতীক তারামন বিবি হল ও কাজী নজরুল ইসলাম হলে শিক্ষার্থীদের

আসন বরাদ্দ দেওয়ায় সর্বমোট আবাসন সক্ষমতা আছে ১৪ হাজার ১০০ জনের। সে হিসাবে শিক্ষার্থী সংখ্যার বিপরীতে আবাসন উদ্বৃত্ত থাকার কথা। তবে বেশ কয়েকটি হল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, শিক্ষাজীবন শেষ হওয়ার পরও শিক্ষার্থীরা সিট না ছাড়ায় এ সংকট কাটছে না।

বিশ^বিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার অফিস থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে নবীন শিক্ষার্থীদের হলের আবাসনের বরাদ্দ দেওয়া হয়। তারা শনিবার সকাল থেকে হলে উঠতে পারবেন। তবে পোষ্য কোটায় ভর্তিকৃত শিক্ষার্থীদের হলে সিট বরাদ্দ দেওয়া হয়নি।

সিট বরাদ্দের বিজ্ঞপ্তিতে দেখা যায়, নবনির্মিত বীরপ্রতীক তারামন বিবি হলে সর্বোচ্চ ৪৯২ জনকে বরাদ্দ দেওয়া হয়। এ ছাড়া কাজী নজরুল হলে ২০৩ জন, রফিক-জব্বার হলে ১৫৩ জন, মওলানা ভাসানী হলে ১৫৫ জন, বঙ্গবন্ধু হলে ১১৬ জন, সুফিয়া কামাল হলে ১০১ জন, রবীন্দ্রনাথ হলে

৮৪ জন এবং অন্যান্য হলে ৪০-৬০ জন করে বরাদ্দ দেওয়া হয়।

জানা যায়, পুরনো হল থেকে শিক্ষার্থীদের নতুন হলে স্থানান্তর করায় বেশিরভাগ হলেই পর্যাপ্ত সিট ফাঁকা আছে। তবে মীর মশাররফ হলের নিচতলার ১৫টি কক্ষে ৬০ জন শিক্ষার্থীকে থাকার ব্যবস্থা করা হয়। সেখানে তাদের জন্য খাট বা টেবিল-চেয়ারের ব্যবস্থা করা হয়নি। সুফিয়া কামাল হলে শিক্ষার্থীদের কিছুদিনের জন্য প্রতি সিটে দুজন করে থাকতে হবে বলে জানিয়েছে হল কর্তৃপক্ষ। জাহানারা ইমাম হলের ২০-৩০ জন শিক্ষার্থী এখনও গণরুমে অবস্থান করায় সিট পেতে বিলম্ব হতে পারে। এ ছাড়া নওয়াব ফয়জুন্নেসা হলে কিছু শিক্ষার্থীকে দুজন করে থাকতে হবে। তবে সংশ্লিষ্ট হল প্রভোস্টরা জানিয়েছেন, নতুন হলে বদলি হওয়া শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে গেলে আবাসন সমস্যা কেটে যাবে।

শিক্ষার্থীরা জানান, নবনির্মিত হলগুলোতে গ্যাস সুবিধা না থাকায় এখনও ডাইনিং-ক্যান্টিন চালু করা সম্ভব হয়নি। নতুন চালু হওয়া ছেলেদের শেখ রাসেল হল, তাজউদ্দীন হল, কাজী নজরুল হল এবং মেয়েদের তারামন বিবি হল, রোকেয়া হল ও ফজিলাতুন্নেসা হলে এখনও ডাইনিং চালু হয়নি। ফলে খাওয়া-দাওয়া নিয়ে বিড়ম্বনায় পড়ছেন শিক্ষার্থীরা।

এসব ব্যাপারে প্রভোস্ট কমিটির সভাপতি অধ্যাপক মুহম্মদ নজরুল ইসলাম আমাদের সময়কে বলেন, পড়াশোনা শেষ হওয়া শিক্ষার্থীরা হল ছেড়ে গেলে এবং যাদের নতুন হলে বদলি করা হয়েছে, তারা চলে গেলে সংকট থাকবে না। কিছুদিনের জন্য ছেলেমেয়েদের অন্য হলে গিয়ে খেতে হবে। দ্রুত এ সমস্যা কাটিয়ে সমাধানের চেষ্টা করছি।

এ ব্যাপারে উপাচার্য অধ্যাপক মো?হাম্মদ কামরুল আহসান আমাদের সময়কে বলেন, প্রভোস্ট কমিটির সঙ্গে কয়েক দফা মিটিং করেছি। শিক্ষার্থীরা যাতে সুষ্ঠুভাবে হলে উঠতে পারে, সে ব্যাপারে আমরা সচেষ্ট। শিক্ষাজীবন শেষ হওয়া ছাত্ররা হল ছেড়ে গেলে অচিরেই সংকট কেটে যাবে।